

জিহাদের বরকতময় কাফেলার যুবকদের প্রতি পরামর্শ

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাুল্লাহ)



অষ্টম পরামর্শ
ইখতিলাফি বিষয় এড়িয়ে চলুন

مَقَاتِلُ الْفِتَنِ
মুকতাত্বফাত বাংলা

Al-Kataib

১৪৪২ হি. / ২০২১

জিহাদের বরকতময় কাফেলার
যুবকদের প্রতি পরামর্শ

অষ্টম পরামর্শ

ইখতিলাফি বিষয় এড়িয়ে চলুন

মূল

শাইখ আবু আবদুর রহমান মাহাদ ওয়ারসামি
(হাফিজাুল্লাহ)

অনুবাদ

ইবনে তুফাইল

সম্পাদনা

আবদুল্লাহ মানসুর

مَقَاتِلُ
مুকতাভ্বফাত বাংলা

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْبُوتُ
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٠٠﴾

“যে কেউ আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে প্রশস্ত স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে। যে কেউ নিজ গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশে, অতঃপর মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তবে তার সাওয়াব আল্লাহর কাছে অবধারিত হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।”

সূরা নিসা : ১০০

অষ্টম পরামর্শ : ইখতিলাফি বিষয় এড়িয়ে চলুন

মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আমার অষ্টম পরামর্শ হচ্ছে ধর্মীয় বিষয়ে যেকোনো ধরনের মতবিরোধ এড়িয়ে চলুন। পাশাপাশি আল্লাহর বিধান কোনোটিকে অন্যটির মুখোমুখি দাঁড় করাবেন না। প্রখর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়া ধর্মীয় ছোটো-বড়ো কোনো বিষয়েই নিজের মত প্রকাশ করা যাবে না। মনে রাখবেন, যতক্ষণ কেউ চুপ থাকে ততক্ষণ সে নিরাপদ থাকে। আর যখনই সে কিছু বলে, এই কথা তার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে দুনিয়া ও আখিরাতে স্বাক্ষর দেবে। আল্লাহ তা'য়ালার বলেন,

وَلَا تَقُفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ

مَسْنُونًا ﴿٣٦﴾

“আর যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই তার পেছনে পড়ো না। নিঃসন্দেহে শ্রবণ, দৃষ্টি ও অন্তর—এদের প্রত্যেকটির ব্যাপারে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।”
[সূরা আল ইসরা : আয়াত ৩৬]

প্রিয় ভাইয়েরা আমার, গুজব ছড়ানো, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা থেকে সাবধান থাকুন; আর বিরত থাকুন মতানৈক্য সৃষ্টিকারী যেকোনো বিষয় থেকে। সত্যের প্রতি পরিপূর্ণভাবে নিজেকে নিবেদিত রাখুন। নিজের জন্য এবং অন্য ভাইদের জন্য অনিশ্চয়ের দরজা উন্মুক্ত করে দেবেন না; এই দরজা বন্ধ করার সক্ষমতা আপনার নেই। ভাইদের সাথে মিলেমিশে থাকবেন, তাদের সাথে মতপার্থক্য করবেন না। তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবেন, কখনো রুঢ় হবেন না। মুআয ও আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, ‘একে অপরের সাথে মিলে চলো এবং মতবিভেদ করো না।’
[বুখারি ও মুসলিম]

জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহর প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য ছিল, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআনের ব্যাখ্যার সাথে একাত্মতা পোষণ করবে, কুরআন তিলাওয়াত এবং এ নিয়ে গবেষণা করবে। কিন্তু যখন তোমাদের মধ্যে এর অর্থ ও

ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ হবে, তোমরা এর তিলাওয়াত বন্ধ রাখবো।’ এই হাদিস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়; সেটি হচ্ছে যুক্তি বা বিতর্কের মাধ্যমে মতবিরোধ সমাধান করা যায় না। এই প্রচেষ্টার ফলাফলও ভালো হয় না। বরং বিতর্ক এড়িয়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবীদের কুরআনের ব্যাপারেই বিতর্ক করতে নিষেধ করেছেন, তবে কুরআনের পাশাপাশি যেসব বিষয়ে আলেমদের মধ্যে ইজতিহাদগত ভিন্নমত রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে কী বলা হবে? উত্তর হবে দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে যতই গোছানো বিতর্ক হোক না কেন ফলাফল কখনো উত্তম হয় না। জিহাদের মাধ্যমে আমাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষাও আমাদেরকে এই বিষয়টির ব্যাপারে নিশ্চিত করেছে। আমরা বাস্তবিকই দেখেছি এ ধরনের যুক্তি-খণ্ডন কোনো সুফল বয়ে আনে না। মুজাহিদিনকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে; বিশেষভাবে বর্তমান যামানায় সোশ্যাল মিডিয়ার ফিতনার বিষয়ে।

সোশ্যাল মিডিয়ার প্লাটফর্মগুলোতে আমরা যা দেখি, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিজ ইচ্ছানুযায়ী চলা, অর্থহীন তর্কে লিপ্ত হওয়া, তুচ্ছ বিষয়ে রশি টানাটানি, কোনো প্রমাণ ছাড়াই বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দেওয়া, অন্যকে দোষারোপ ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, খ্যাতির প্রতি মোহ, মিথ্যা এবং মুসলিমদের বিভিন্ন গোপন বিষয় ও ভুল ছড়ানো ইত্যাদি।

তাই আমি মুজাহিদিনকে সতর্ক করতে চাই, বিশেষভাবে মুজাহিদিন আলিম যারা আছেন, তাদের প্রতি আমার সতর্ক বার্তা হলো এমন সব দ্বীনী তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকুন যা সুস্থ জ্ঞান ও নিষ্ঠার ভিত্তিতে হয় না; সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ধরনের বিতর্ক প্রায়ই করা হয়।

আর মনে রাখবেন, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য আল্লাহ বহু শাস্তি বরাদ্দ রেখেছেন। এর মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ এই লোকদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেন। এই বিভক্তি একসময় তাদের প্রতি প্রেরিত রহমত-বরকত ধ্বংস করে দেয়, তাদেরকে হতাশায় নিমজ্জিত করে এবং অবশেষে তাদের খ্যাতি বিনষ্ট করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘সঠিক পথে চলে কেউ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি, তবে যারা নিজেদের মধ্যেই বিবাদে লিপ্ত হয়েছে, তারা ধ্বংস হয়েছে।’ [তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ]

তাই উম্মাহ ও নিজ ভাইদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী হিসেবে দাঁড়াবেন না, তাদেরকে সব বরকতময় বিষয়াদি থেকে বঞ্চিতকারী হিসেবে আবির্ভূত হবেন না।

উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনকে লাইলাতুল কদরের ব্যাপারে জানাতে এসে দেখলেন দুইজন মুসলিমের মধ্যে বিতর্ক চলছে। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, ‘আমি তোমাদেরকে লাইলাতুল কদরের তারিখ বলতে এসেছিলাম। এসে দেখি দুজনের মধ্যে বিতর্ক চলছে এবং এর ফলাফল হিসেবে সঠিক তারিখটি আমার জ্ঞান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হয়তো এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। এখন তোমরা রমজানের শেষ দশ রাতের ৭ম, ৯ম এবং ৫ম দিনে এই মহিমাঘটিত রজনীর সন্ধান করো।’ [বুখারি]

শায়খ আল বদর আল আইনি এই হাদিসের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘যুক্তি ও ব্যক্তিগত বিভেদের কারণে সমগ্র উম্মাহকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। কারণ দুজন লোকের ব্যক্তিগত বিবাদের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁচে থাকা অবস্থায় সমগ্র উম্মাহ শবে কদরের সঠিক তারিখ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হয়েছে।’

প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা, জেনে রাখুন দ্বন্দ্ব ও বিরোধ ত্যাগ করতে পারলে আল্লাহ আপনাদের জন্য জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি আবাসস্থল নিশ্চিত করবেন যেমনটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে তর্ক পরিহার করে— এমনকি সে যদি সঠিকও হয়ে থাকে (তবুও তর্ক পরিহার করে)— তাহলে তার জন্য আমি জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি আবাসস্থলের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।’ [আবু দাউদ]